বীক্ষণ প্রান্ত

মাহফুজ সিদ্দিকী হিমালয়

আদর্শ

বীক্ষণ প্রান্তের আদ্যন্ত

কিন্তু ১৫-২৭
গল্পমানচিত্র: পিঁপড়ার জীবনচক্রে তাৎপর্যপূর্ণ এক 'কিন্তু' রয়েছে।

ধাঁধায় দ্বিধা ২৮-৪৪
গল্পমানচিত্র: ধাঁধার সমাধানেই কি বিশুদ্ধ হবে রাষ্ট্রের সব নাগরিক?

তৃতীয় বন্ধনী ৪৫-৬৪
গল্পমানচিত্র: গোষ্ঠীপ্রবণতাকে অতিক্রমের সামর্থ্য সামাজিক মানুষের আদৌ কি আছে?

অমূলদ ডট ডট ডট ৬৫-৭৭
গল্পমানচিত্র: so, what is it behind the crow?

গ্রে স্কেচ ৭৮-৮৯
গল্পমানচিত্র: একটি বইয়ের মূল লেখক এবং এর অনুবাদক কি কখনো অদৃশ্য মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন?

বরফবিম্ব ৯০-১০২
গল্পমানচিত্র: কোন আক্ষেপে, কিসের অপেক্ষায় টিকে আছে ব্রহ্মাণ্ড? প্রাণী কি খুঁজে পায় তার উদিষ্ট খেলনাখানি?

কর্মচারী যজ্ঞ ১০৩-১১৭
গল্পমানচিত্র: কোথায় নিহিত রয়েছে মহত্ত্বের সর্বশেষ পোতাশ্রয়?

গল্প গবেষণা প্রকল্প **১১৮-১২৭**
গল্পমানচিত্র: সংখ্যার সূত্রে গল্প বাঁধার প্রয়াস

গ্যাড ফ্লাই **১২৮-১৩৯**
গল্পমানচিত্র: গুডলাক গ্যাডফ্লাই

ঢ়-তত্ত্ব **১৪০-১৫২**
গল্পমানচিত্র: আষাঢ়ে গল্প?

প্রান্তীয় কথন:

'বীক্ষণ প্রান্ত' শব্দযুগলটি অর্থবিভ্রম ঘটাচ্ছে কি না, নিশ্চিত হতে পারছি না। ইংরেজি ভাষার অতিপ্রচলিত একটি শব্দগুচ্ছ 'Point Of View'; শব্দগুচ্ছটির যথার্থ বাংলা পরিভাষা যা-ই হোক, আমি একে 'বীক্ষণ প্রান্ত' হিসেবেই ভাষান্তরিত করলাম।

কিন্তু

কলোনির খাদ্য সংগ্রহ ইউনিটের প্রধান নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ষৎকোর নিজস্ব কোনো নাম ছিল না, যেমনটি থাকে না কলোনির সাধারণ পিঁপড়াদের। নাম থাকে শুধু বিভিন্ন ইউনিট প্রধানদেরই, বাকি হাজারো পিঁপড়ার জীবন কাটে নাম-পরিচয়হীন। ওদের একমাত্র পরিচয় ওরা কলোনির সাধারণ পিঁপড়া, যদিও কলোনিকে টিকিয়ে রাখে ওরাই। তাই খাদ্য সংগ্রহ ইউনিটের প্রধান হওয়ার দিনে রানী যখন তার নাম দেয় ষৎকো, তখনই বৈষম্যের নীলরঙা বিষকে সে অনুভব করে প্রথম। প্রধান হওয়ার আগে সে কখনো কল্পনাই করেনি নাম কতটা ওজনদার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মনোজগতে।

পিঁপড়া-কলোনির রানী পিঁপড়ারা অত্যাশ্চর্য এক ক্ষমতার অধিকারী। ডিম নিষিক্ত করার সময় তারা সৃষ্ট নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারে। প্রতি কলোনিতে পুরুষ পিঁপড়ার সংখ্যা থাকে অত্যল্প, তার চেয়েও কম শিশু রানী-পিঁপড়া, যেগুলো পরিণত বয়সে প্রজননের মাধ্যমে আরও অগণিত পিঁপড়ার জন্ম দিয়ে কলোনির আয়তন বৃদ্ধি করে। এই শিশু রানী-পিঁপড়ারা কলোনিতে 'ভার্জিন রানী' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কলোনির বিশাল যে পিঁপড়াগোষ্ঠী ওদের হয় কোনো লিঙ্গ থাকে না অথবা ওরা স্ত্রী লিঙ্গের হয়ে থাকে। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী লিঙ্গের পিঁপড়াগুলো প্রাকৃতিকভাবেই প্রজননক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পুরুষ পিঁপড়াদের একমাত্র কাজ প্রজননক্রীড়ায় রানীকে সঙ্গ দেওয়া। একবার প্রজননক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শেষে পুরুষ পিঁপড়ার মৃত্যু ঘটে।

ষৎকোর কলোনিতে ৪টি মাত্র পুরুষ পিঁপড়া। জন্মের খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছিল প্রজননক্ষমতা তার নেই; এ নিয়ে আক্ষেপও হয়নি কখনো, যেহেতু কলোনির সব পিঁপড়ার পরিণতিই ছিল অভিন্ন। কলোনির প্রতিরক্ষা ও খাদ্যের জোগান অব্যাহত

রাখাই পরমব্রত ধরে সে জীবন চালিয়ে নিচ্ছিল নামহীন অগণিত সহপিঁপড়ার মতো করে। কমছ চরম বঞ্চনায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কোনো সত্তা। রানী পিঁপড়া যখন ডিম ফুটিয়ে নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করেছিল তখন নিতান্ত সাধারণ এক পিঁপড়া না হয়ে সে-ও তো হতে পারত শিশুরানী। প্রারম্ভিক আক্রোশটা জাগল তাই রানীর প্রতি। আক্রোশ প্রশমিত হয়ে এলে মনে হলো, রানীকে দোষ দেওয়াটা উচিত হচ্ছে না; এটাই সম্ভবত সৃষ্টিতত্ত্ব।

নামপ্রাপ্তির পর ষৎকোর তাৎক্ষণিক চিন্তা, সৃষ্টিতত্ত্বকে পাল্টে দেওয়ার। সে এ-ও জানে, সে অতিক্ষুদ্র এক পিঁপড়া। সৃষ্টিতত্ত্বের মতো বিশাল একটি প্রক্রিয়া সে পাল্টে দিতে পারবে না। সে আবিষ্কার করল প্রাণী হিসেবে তার সীমাহীন সীমাবদ্ধতা: হাঁটার সময়ও প্রতিটি পিঁপড়াকে লাইন ধরে হাঁটতে হয় এবং প্রতিজনে শরীর থেকে একধরনের আঠালো উপাদান নিঃসরণ করে যেটা অনুসরণ করে লাইনের পরবর্তী পিঁপড়ারা হাঁটে; কোনো কারণে আঠালো উপাদানটি মুছে ফেললে পেছনের পিঁপড়ারা আর একই লাইনে হাঁটতে পারে না। এত ঠুনকো ও পূর্বনির্ধারিত জীবন যাপন হঠাৎ করেই অসহনীয় মনে হচ্ছে তার। বিতৃষ্ণা চলে আসছে অস্তিত্বের প্রতি, কিন্তু নিজের নিয়তির চেয়ে বড় কোনো প্রাণী হতে পারে না— এই প্রবোধ দিয়ে খাবার সংগ্রহ ইউনিটের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে সে। কত দিন এই প্রবোধে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে জানা নেই, তবুও প্রতিনিয়ত প্রত্যাশা বুনে চলেছে নিয়তির চেয়ে বড় হওয়ার।

প্রত্যাশার সুইয়ে সুতো পরল, একদিন খাদ্যের খোঁজে বের হওয়ার পর। পিঁপড়ার ছোট্ট একটি দলের সাথে দেখা হলো তার; সেই দলের সাথে কথা বলার মাধ্যমে খুলে গেল চিন্তার বদ্ধ অর্গল; সে ঈপ্সিত উত্তর পেল, নিয়তির চেয়ে বড় হওয়া সম্ভব পিঁপড়াদের পক্ষে।

পিঁপড়ার দলটা এসেছিল মূলত খাবারের সন্ধান দিতে। বৃহৎ কোনো কলোনির সদস্য ওরা নয়, ওরা স্বাধীনজীবী দল। সরাসরি কোনো খাদ্য ওরা সংগ্রহ করে না, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পিঁপড়া-কলোনি খোঁজে এবং তাদের খাবারের সন্ধান দেয়; বিনিময়ে কলোনি থেকে খাবারের একটা ভাগ পায়। এভাবে কয়েকটা কলোনিকে খাবারের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে সেটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ বুঝে নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন পার করে দিচ্ছে ওরা। অবসর সময়টা ওরা ব্যয় করে অন্য প্রজাতির প্রাণীর সাথে

যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায়। ভাষাগত বিভেদের কারণে সেটা সম্ভব হয় না বলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ওপর, যৎকোর মতো, ওরাও ভীষণ ক্ষুব্ধ। নিজ প্রজাতির বাইরে অন্য প্রজাতির সাথে যোগাযোগের সুযোগ নেই; এত বিশাল একটা জগতে ওরা বসবাস করে, অথচ অন্য কোনো প্রজাতির ভাষা বুঝতে পারে না; এটা অন্যায়।

ওদের জীবন যাপনের গল্পে আকৃষ্ট হলো ষৎকো; সে জানাল ওদের সন্ধান দেওয়া খাদ্যের খোঁজে দল নিয়ে যাবে। তার ইচ্ছা হলো ওদের জীবন সম্পর্কে আরেকটু জানার। কিন্তু ওরা সাফ জানিয়ে দিল, ওরা ইতিমধ্যেই খাদ্যবহির্ভূত বিষয়ে কথা বলে প্রচুর সময় ফুরিয়ে ফেলেছে, এখন কথা না বাড়িয়ে খাবারের ভাগ বিষয়ে আলোচনাই ওদের প্রধান লক্ষ্য, কারণ একই খাদ্যের উৎসটি নিয়ে ইতিমধ্যেই আরও কয়েকটা পিঁপড়া-কলোনির সাথে আলাপ হয়েছে ওদের; যারা সবচেয়ে বেশি ভাগ দেবে খাদ্যটির সন্ধান পাবে তারাই।

আকর্ষণ দ্রুতই বিকর্ষণের আদল পেল ষৎকোর। সে বুঝতে পারল সে যেই ভাবনা দ্বারা আলোড়িত হয়েছিল, স্বাধীনজীবী দলটি সে রকম কোনো আদর্শ থেকে কলোনি ত্যাগ করেনি। ওরা চেয়েছে স্রেফ আরাম-আয়েশ করতে, আর সে জন্য শর্টকাটে খাবার সংগ্রহ করে সেখান থেকে মধ্যস্বত্বভোগী হচ্ছে। অর্থাৎ নিয়তির চেয়ে বড় না হয়ে বরঞ্চ নিয়তিকে কলুষিত করছে ওরা।

তবু, ওরা এমন কিছু বলেছে যা ছিল ষৎকোর সমগ্র পিঁপড়া-জীবনের অশ্রুতপূর্ব অভিজ্ঞতা, কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও সে আরও শুনতে চাইছে। সে জানাল, ওদের চাওয়ামতো ভাগই পাবে ওরা।

ষৎকো দল নিয়ে ওদের পাশাপাশি হেঁটে চলছে, খাদ্যের সন্ধানে।

অত্যন্ত সুকৌশলে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে সে স্বাধীনজীবীদের ডানপাশে গিয়ে অবস্থান নিল। ফলে তিনটি দলের সৃষ্টি হলো আদতে: ষৎকোর নেতৃত্বাধীন খাদ্য সংগ্রহ ইউনিট, স্বাধীনজীবী দল ও সর্বডানে ষৎকো একা।

তিনটি দল সমান্তরালে এগোচ্ছে।

দলছুট হয়ে সে স্বাধীনজীবীদের কাছে জানতে চাইল আরও অনেক কিছু। খাদ্যচুক্তি হয়ে গেছে যেহেতু, এখন আর কথা বলতে সমস্যা কী; চলার ক্লান্তিও দূর হতে পারে কথায়, এই ভাবনা থেকে ষৎকোকে ওরা নিঃসংকোচেই স্বাধীনজীবীতার আদ্যোপান্ত বলতে থাকল, তবে নিচুস্বরে— যাতে করে খাদ্যসংগ্রহ ইউনিটের সদস্যদের মনোযোগ ব্যাহত না হয়।

ষৎকো জানল, স্বাধীনজীবী দলের সংখ্যা এখন অনেক। প্রায় প্রতিটি কলোনি থেকেই খাদ্য সংগ্রহকারী দলের একটি অংশ গোপনে দলত্যাগ করে স্বাধীনজীবী দল গঠন করছে। ওদের কোনো দলপ্রধান নেই; কলোনির সাথে যে পিঁপড়া চুক্তি করে খাবারের পুরো অধিকার তার, যদিও সেই খাবারের ভাগ দলের বাকিদের দেওয়ারও নিয়ম আছে। পর্যায়ক্রমে সব সদস্যই চুক্তি করে খাদ্যের সন্ধান দেওয়ার ব্যবস্থায়। চুক্তির সময় দলের সবাইকে থাকতে হয় এবং প্রতিবার খাবারের উৎস খোঁজ করার সময়ও একসাথে চলে সবাই। এ জন্যই এই দলগুলোতে সদস্যসংখ্যা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হয় না কখনো।

কলোনিগুলোতেও ভাঙনরোধে নানান উদ্যোগ নিচ্ছেন কলোনিপ্রধান বা রানী পিঁপড়ারা। প্রতিরক্ষা ইউনিট ও খাদ্য সংগ্রহ ইউনিটের পিঁপড়াদের কয়েক দিন পরপরই বদলি করা হচ্ছে, তবুও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। কোনো একদিন হঠাৎ করেই কলোনি থেকে ৫-১০টি পিঁপড়া উধাও হয়ে যায়। একেকটা কলোনিতে পিঁপড়ার সংখ্যা এত বেশি, কিছু পিঁপড়া কলোনি ত্যাগ করলেও সেটা কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। কারণ, প্রতিদিনই প্রচুর সংখ্যক পিঁপড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত হয়। তবুও দলগুলোর চিন্তিত হওয়ার একমাত্র কারণ, এতে করে পুরো কলোনির মধ্যে লোভ ঢুকে পড়ছে এবং একজন আরেকজনের আড়ালে স্বাধীনজীবী দলের সাথে মিত্রতা পাতাচ্ছে। যে খাবারটি আগে হয়তো সমস্তটাই কলোনি এককভাবে ভোগ করতে পারত, সদস্যদের লোভের কারণে সে খাবারটি তাদের সংগ্রহ করতে হচ্ছে কোনো না কোনো স্বাধীনজীবী দলের মাধ্যমে। স্বাধীনজীবী দলের সাথে খাবার সংগ্রহ ইউনিটের কোনো সদস্য গোপন যোগসাজশ করে উৎসটা সম্পর্কে আগে ওদের জানায়, ওরা পরে খাদ্যসংগ্রহ ইউনিটপ্রধানের সাথে চুক্তি করে খাবারটির সন্ধান দেয়। এতে ওই সদস্যটি স্বাধীনজীবীদের থেকেও ভাগ পায়, আবার কলোনির সদস্য হিসেবে সাধারণ একটা ভাগ তো থাকেই। কোনো কোনো কলোনি এ জন্য বর্বরতম কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে: খাদ্য-সংগ্রহ অভিযান থেকে খাদ্য নিয়ে ফেরামাত্রই পুরো ইউনিটকে হত্যা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করছে। এমনকি কোনো কোনো কলোনিতে রানী পিঁপড়া বেশি করে পুরুষ পিঁপড়া আর শিশু-রানীর জন্ম দিচ্ছে, যাতে এত হত্যা সত্ত্বেও কলোনিতে সদস্যসংকট সৃষ্টি না হয়। অন্যদিকে, স্বাধীনজীবী পিঁপড়ারাও প্রতারিত হচ্ছে প্রায়ই। ওরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় অনেক সময়ই ন্যায্য প্রাপ্য পায় না; খাদ্য জোগাড়কারী দল, সংখ্যার জোরে, প্রাপ্যের চেয়ে অনেক কম ভাগ দিলেও ওদের করার কিছু থাকে না।

পিঁপড়াদের 'দেশ ধারণা' ওদের শরীরের মতোই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। দেশ বলতে ওরা বোঝে কলোনির সীমানাটুকুই; কলোনির বাইরে বেরোলেই ওরা দেশান্তরি হয়। যে কারণে প্রতি কদমেই পিঁপড়া নতুন দেশ আবিষ্কার করে। কলোনির আশপাশের কয়েক কিলোমিটার জায়গাই ওদের পৃথিবী। পিঁপড়ারা এক জীবনে তাই অগুনতি পৃথিবী আর অফুরন্ত দেশে বসবাস করে।

ষৎকোর সাথে দেখা হওয়া ওই স্বাধীনজীবী পিঁপড়ারা প্রতিদিনই নতুন পৃথিবী আর নতুন নতুন দেশ চষে বেড়ায়। ষৎকোর কাছে এটাও দারুণ একটা ব্যাপার। নিজ কলোনির বাইরে অন্য কোনো কলোনির পিঁপড়ার সাথে তার কখনো কথাই হয়নি, অথচ স্বাধীনজীবীরা পৃথিবীর পর পৃথিবী পাড়ি দিচ্ছে, কত রকম কলোনির পিঁপড়াদের সাথে মিশছে, ওদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে খাবারের ভাগও নিচ্ছে। তার মনে হলো, কলোনিবদ্ধ জীবনে একক কৃতিত্বের মূল্যায়ন কম, আলাদাভাবে কেউ দৃষ্টিগোচরও হয় না। স্বাধীনজীবী হলে তখন নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করা যায়; পরিশ্রম করে কলোনির সবার পেট ভরানোর দায়িত্ব পালনে কিসের আনন্দ!

প্রতিশ্রুতি মোতাবেক স্বাধীনজীবী দলটিকে ওদের প্রাপ্য মিটিয়ে, দল নিয়ে কলোনি অভিমুখে রওনা হলো ষৎকো। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় সে এভাবেই কলোনিতে আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে পার করে দিয়েছে, কিন্তু যে ষৎকো আজ ফিরছে, খাদ্য ও খাদক সংস্কৃতির দুর্গ ভেদ করে সে সন্ধান পেয়েছে ভিন্নধারার জীবনের; প্রাগৈতিহাসিক জীবনপ্রণালিকে বাতিল করতে চাওয়া এই ষৎকো এক বদলে যাওয়া পিঁপড়া।

ষৎকো জানে কলোনির সাথে সে পারবে না; আরও নতুন পিঁপড়ার জন্ম হবে, যেখানে অল্প কয়েকটি নিষ্কর্মা পুরুষ পিঁপড়া ব্যতীত বাকি সব কয়টিই হবে প্রজননক্ষমতাহীন স্ত্রী পিঁপড়া, যাদের আজীবনের কর্তব্য কলোনির জন্য খেটে যাওয়া। সে জানে কোনো অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ পিঁপড়াদের নেই। শুধু প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এত পিঁপড়া জন্ম নেওয়াটা সৃষ্টিক্ষমতার নিরর্থক অপচয়।

সে এক চরম আত্মনাশী পরিকল্পনা ফাঁদল। সেটা বাস্তবায়নের আগে বন্ধু-অবন্ধু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। ধারণা তৈরিতে সহায়ক হবে নামতত্ত্ব। খাদ্যসংগ্রহ ইউনিটের বেশ কয়েকটি পিঁপড়াকে নিজস্ব নাম দিল সে, যা কলোনির নিয়ম পরিপন্থী। নাম দিয়েই থামল না, তাদের বোঝাতেও সমর্থ হলো, পুরুষ পিঁপড়ারা কোনো কাজ করে না, শুধু বসে বসে খায়। বংশ বিস্তার

করা ছাড়া ওদের কোনো কাজও নেই, এই মুহূর্তে কলোনির যা সদস্যসংখ্যা তাতে কলোনির জন্য নতুন সদস্যের প্রয়োজন নেই। সদস্য বৃদ্ধি মানেই খাদ্য সংগ্রহের চাপ আরও বাড়া, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের নাম আছে এখন; খাদ্য সংগ্রহের পেছনে পুরো সময় খরচ হয়ে গেলে নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবে কখন! জীবন বোঝার স্বার্থে হলেও পুরুষ পিঁপড়াগুলোকে হত্যা করা উচিত; এতে অনেক খাবার বেঁচে যাবে। তাদের প্রজননক্ষমতা নেই, অথচ পুরুষ পিঁপড়া ৪টি দিব্যি বংশবিস্তার করবে; তার মানে ওদের ভবিষ্যৎ আছে, ওরা উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছে; একই কলোনিতে থেকে এ রকম বৈষম্য তারা আর বরদাশত করবে না।

সে জানত তার কথায় সব পিঁপড়া উদ্দীপ্ত হবে না, তাই ওদের বোঝানোর আগেই সে কলোনির ৪ জন পুরুষ পিঁপড়ার সাথে আলাদাভাবে কথা বলে নিয়েছিল। তাদের সে বোঝানোর চেষ্টা করে পিঁপড়ার কোনো ইতিহাস নেই, সংস্কৃতি নেই, শুধু একটিবার প্রজননের প্রতীক্ষায় জীবন অতিবাহিত করা এবং যৌনতা শেষেই মারা যাওয়া– এর চেয়ে তুচ্ছজীবন আর কী হতে পারে! পুরুষ পিঁপড়ার কারণে কলোনি হয়তো রক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু পিঁপড়াটির নিজের প্রাপ্তি কী? এ ছাড়া প্রতিবার প্রজননে যে হাজারো পিঁপড়ার জন্ম হচ্ছে তাদের পরিণতিও তো আলাদা কিছু নয়। যেহেতু মৃত্যুই পুরুষ পিঁপড়ার অমোঘ নিয়তি, সেটা স্বেচ্ছামৃত্যু হলে বরং নিজের কাছে সান্ত্বনা থাকবে, সে রানীর ভোগের সামগ্রী হয়নি। তার কথায় দুজন পুরুষ পিঁপড়া উদ্দীপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় মাকড়সার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে এবং অনতিবিলম্বে ঠাঁই পায় মাকড়সার পরিপাকতন্ত্রে। পরিপাক শেষেও মাকড়সাটির বিস্ময়ের ঘোর কাটে না; এমনতর অনায়াসে কখনো পিঁপড়া ধরতে পারেনি সে! ওরা যেন নিজ থেকে তার শিকার হতে এসেছে; এ ব্যাপারটা তাকে অমোচনীয় বিষণ্নতায় ছেয়ে ফেলল। অন্যদিকে, পুরুষ পিঁপড়া দুজনও তৃপ্তির সাথে প্রাণ ত্যাগ করল এই ভেবে, তাদের তুচ্ছজীবন অন্তত একটি প্রাণীর জীবনধারণে অবদান রেখেছে।

কলোনি থেকে আচমকাই দুজন পুরুষ পিঁপড়া নিখোঁজ হওয়ার পর ষৎকো বুঝতে পারল তার প্ররোচনা প্রণোদনা হতে পেরেছে, তবে একই সাথে ভয়ও হলো, জীবিত পুরুষ পিঁপড়া দুজন তার কূটচাল সম্পর্কে রানীকে সাবধান করে দেবে বা ইতিমধ্যেই হয়তোবা দিয়েছে। সে উপলবব্ধি করল বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টি উপস্থিত। খাদ্যসংগ্রহ ইউনিটের বিশ্বস্ত কয়েক সহচরসমেত

অতর্কিতেই সে পুরুষ পিঁপড়া দুজনকে হত্যা করল এবং চিরতরে কলোনি ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল ভিন্নধারার জীবন খুঁজতে।

কলোনিটি শিগগিরই পতিত দেবদূতের ন্যায় বিভ্রান্ত রূপ ধারণ করল। চার পুরুষ পিঁপড়ার দুজন নিখোঁজ, দুজন নিহত। এর নেপথ্যে খাদ্যসংগ্রহ ইউনিটপ্রধান ষৎকোই যে মূল ঘাতক সে ব্যাপারে রানীকে সতর্ক সংকেত জানাতে এসেছিল ষৎকোর দলের কতিপয় সাধারণ পিঁপড়া, কিন্তু রানীর কাছে পৌঁছানোর আগে প্রতিরক্ষা ইউনিট নানান জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে থাকে কলোনির প্রচলিত প্রতিরক্ষা রীতি অনুসারে। ইত্যবসরে ষৎকো কলোনির চরম সর্বনাশটি ঘটিয়ে চম্পট দেয়। পিঁপড়াদের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই সম্ভবত; থাকলে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হিসেবে পিঁপড়া সমাজ যুগ যুগ ধরে ষৎকোকে ঘৃণা করত।

বিলুপ্তির আতঙ্কে ভোগা রানী কলোনি রক্ষার কোনো আশা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাই পুনরায় খাদ্যসংগ্রহ ইউনিট গঠন করলেন। ইউনিটের প্রধান করা হলো গুড়িয়াদকে; ষৎকোর বেইমানি সম্পর্কে সে-ই রানীকে সাবধান করতে এসেছিল। রানী তাকে অত্যন্ত কঠিন এক দায়িত্ব অর্পণ করলেন: বিভিন্ন কলোনি ঘুরে চূড়ান্ত অপমানজনক কোনো শর্ত মেনে হলেও সেখান থেকে একজন পুরুষ পিঁপড়া নিয়ে আসতে হবে। নতুন পুরুষ পিঁপড়ার আগমন হেতু পরবর্তী সময়ে যে পিঁপড়াদের জন্ম হবে তাদের সাথে কলোনির বর্তমান পিঁপড়াদের চেহারা আর বৈশিষ্ট্যের অমিল থাকার সম্ভাবনাই প্রবল; কলোনিতে তখন স্পষ্ট বিভক্তি চলে আসবে, তখনকার পরিস্থিতি কেমন হবে, রানীকে এ কথা গুড়িয়াদ স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি জানিয়েছেন এটারও সমাধান আছে। রানী জানেন, গুড়িয়াদের আশঙ্কা অমূলক নয়, কিন্তু সেটাকে আমল দিলে কলোনি রক্ষা করা যাবে না। তিনি স্থির করলেন এবার ডিম ফোটানোর সময় পুরুষ পিঁপড়া বেশি জন্ম দেবেন।

কিন্তু গুড়িয়াদ কোনো সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারল না কয়েক দিনের মধ্যেও। কোনো কলোনিই পুরুষ পিঁপড়া প্রদানে রাজি নয়, সব কলোনিতেই কম-বেশি ভাঙন ধরেছে। বরং, ফিরতি পথে কোনো একদিন গুড়িয়াদসহ পুরো দলটাই টিকটিকির পেটে চালান হয়ে গেল। রানী নিশ্চিত হয়ে গেলেন, বিলুপ্তিই কলোনির ভবিতব্য। তার মধ্যে ভর করল অপরিমেয় নৈরাশ্য। কলোনির ভেতর যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে এ জন্য ষৎকোকে দায়ী করতে চেয়েও পারলেন না তিনি। দায় তো তাদের অলঙ্ঘনীয় জীবন পদ্ধতির।

হতাশা জমে জমে বৈরাগ্যে গিয়ে শেষ হলো। বৈরাগী রানী কলোনির সর্বশেষ প্রার্থনার আয়োজন করলেন; প্রার্থনা শেষেই পতন ঘটবে কলোনির।

মানুষের ভাষায় যেটি ধানখেত, সে রকম একটি ধানগাছের গোড়ায় তাদের কলোনি; গাছের ওপরে কী আছে তা তাদের অজানা, ওপরের দিকে তাকানোর ক্ষমতা তাদের নেই যে! তারা বিশ্বাস করে গাছের ওই ডগাটাই তাদের ঈশ্বর এবং তার উদ্দেশেই তারা প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা শেষে রানী জানালেন কলোনিতে তিনি আর থাকবেন না, বেরিয়ে পড়বেন নতুন কোনো কলোনির সন্ধানে; কলোনির যত পিঁপড়া আছে তারা নিজেদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিজেরাই বহন করুক। একদার কলোনিবাসী পিঁপড়ারা গতি খুঁজে পেল বিচ্ছিন্নতাবাদী যাযাবর জীবনে।

স্বাধীনজীবী দল গঠনের কোনো ইচ্ছা থেকে ষৎকো কলোনি ত্যাগ করেনি। তার চাওয়া, তুচ্ছ পিঁপড়ার চেয়ে অনেক বড় একটা পরিচয়। সে স্থির করল, পিঁপড়াদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে— এইটুকু দেহের আহার জোগাতে প্রচুর খাবার মজুত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির তাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রকৃতির শিকার তারা হবে না; নিহত কিংবা নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে পছন্দমতো জীবন কাটাবে।

পছন্দ ব্যাপারটা ষৎকোর মধ্যে নতুন সংকটের সৃষ্টি করল। সমগ্র জীবন তার কেটেছে খাদ্য সংগ্রহের কাজে, এর বাইরে কিছুই করেনি যাকে পছন্দ বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বাঁচতে বলে সেটার রূপরেখা সম্পর্কে পিঁপড়াদের জানাতে না পারলে ওরা আকৃষ্ট হবে কেন! তার মনে হলো, পিঁপড়ার কাজ হবে পৃথিবী ভ্রমণ এবং অন্য প্রজাতির জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ। কত শত দেশ আছে, কত হাজারো প্রজাতির প্রাণী আছে, কত রকমের পৃথিবী আছে। এগুলো না দেখে, না জেনে শুধু খাদ্য সংগ্রহ আর মজুতের পেছনে জীবন ক্ষয় করলে চলবে নাকি!

সাথে আসা ২০ জন পিঁপড়াকে সে জানিয়ে দিল, কেউ কারও খাবারের দায়িত্ব নিতে পারবে না, তাদের কাজ হবে ঘুরে বেড়ানো আর অন্য প্রাণীদের চলাফেরা দেখা। চলার পথে খাবার জুটবে অবশ্যই, সেটাই সবাই ভাগ করে খাবে, কোনো মজুত রাখা চলবে না। দুর্যোগ বা বিপন্ন পরিস্থিতিতে খাবারের সংকট দেখা দিলে নির্দ্বিধায় মরতে হবে।